পূর্ব কলকাতার জলাভূমি
East Kolkata Wetland (EKW)

● ভূমিকা (Introduction)

কলকাতা হল 'ইকোলজিক্যালি সাবসিডাইজড সিটি, আর তাকে ভর্তুকি দিচ্ছে জলাভূমি। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ... কলকাতার পূর্বদিকে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট জলাভূমিময় সামগ্রিক অংশই হল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। কলক... এবং পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে পৃথক করেছে ই-এম বাইপাশ। একে কলকাতা ও পূর্ব কলকাতার জলাভূমির পার্টিশান ... হয়। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হল এমন এক আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমি অঞ্চল; যা সাধারণত সম্পূর্ণ বা আং...

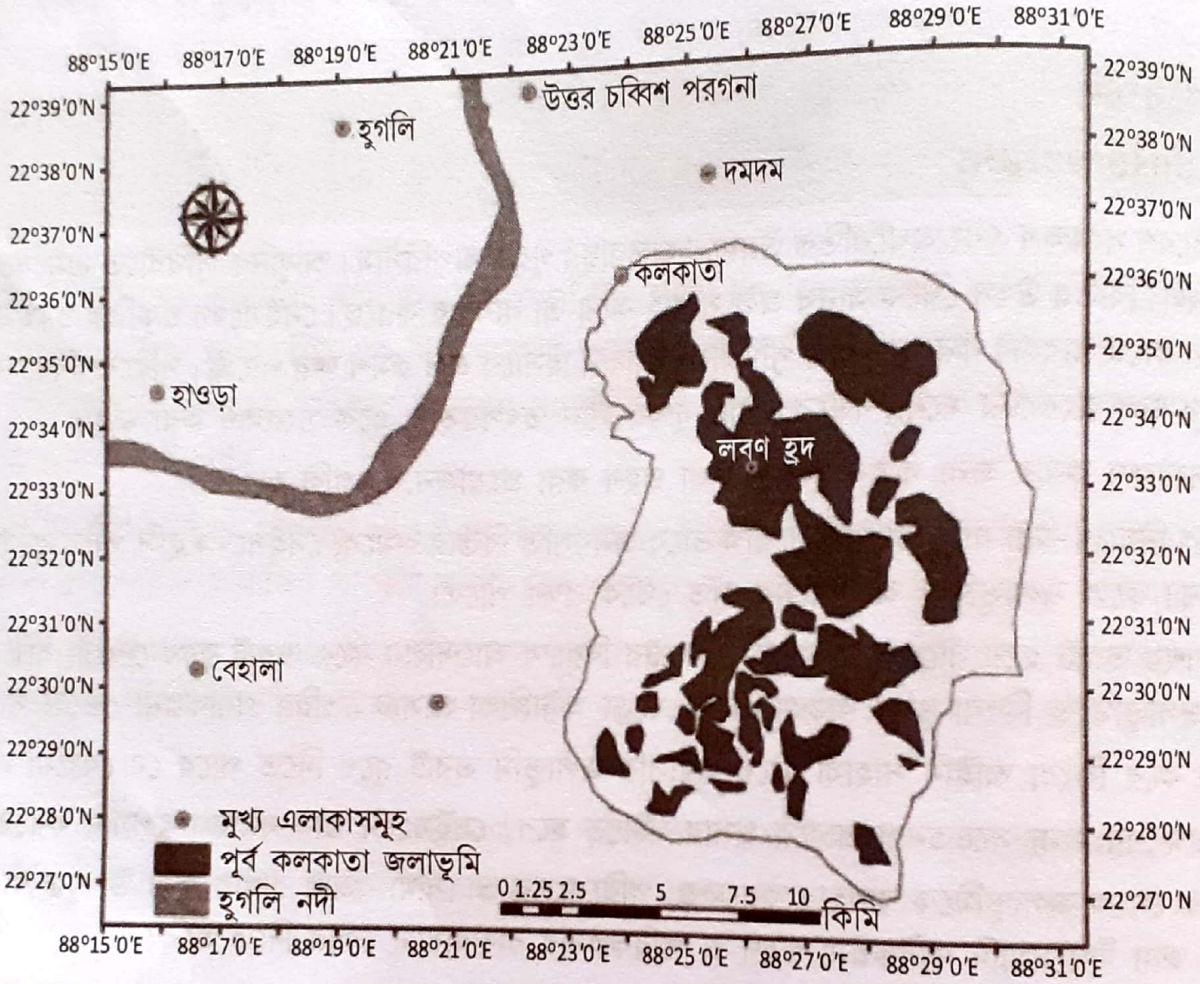

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

জলনিমগ্ন অথবা, যার মাটি ঋতুভিত্তিক বা স্থায়ীভাবে আর্দ্র বা সিক্ত থাকে। কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দ... চব্বিশ পরগনা জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি... লবণাক্ত জলের বিল, নোনা জমির পাশাপাশি নিকাশি ফার্ম, ও স্থায়ী পুকুর লক্ষ করা যায়। পূর্ব কলকাতার জলা... আসলে এক অগভীর পুকুর। আমরা জানি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অগভীর পুকুরে ময়লা জল ফেললে সেটা হয়ে যায় সবচে... ভালো জল পরিশোধন যোজনা। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা বর্তমান। এই জলাভূমিটির আওতে... রয়েছে 286টি ভেড়ি, 12,500 হেক্টর চাষ জমি প্রভৃতি। চাষযোগ্য জমিতে ধান উৎপন্ন হয় প্রায় 15,000 মেট্রিক টন। এ... ছাড়াও এই অঞ্চলে প্রতিদিন গড়ে 150 টন শাক-সবজি উৎপন্ন হয় এবং বছরে 11,000 টনের বেশি মৎস্য উৎপন্ন হ... সবচেয়ে বড়ো কথা হল কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থাটিই দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিটির ওপর নির্ভর করে... কলকাতার সামগ্রিক ময়লা জল এই জলাভূমিতে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে। এই ময়লা জলের সামগ্রিক পরিমাণ প্রতিদিন প্রা... 170 মিলিয়ন গ্যালন। মূল ময়লা জলের খালটি 28 কিমি পথ অতিক্রম করে কুলটিতে বিদ্যাধরী নদীতে গিয়ে মিশেছে... পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে যারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা বেশির ভাগই অসংগঠিত। তবে এদের কাজকর্ম...

Scanned by CamScanner

মধ্যে অনেকরকম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আছে। এখানে আছে বহু কো-অপারেটিভ। এখানে মূলত দুটি শ্রেণির কো-অপারেটিভ লক্ষ করা যায়। যথা—(a) স্বীকৃত কো-অপারেটিভ এবং, (b) অস্বীকৃত কো-অপারেটিভ। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বহুজনের পেটে ভাত জোগানোর সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করা চলেছে। এই জলাভূমিটি কার্বনের এক বিশাল আধার হওয়ায়, একে 'পূর্ব কলকাতার কার্বন সিঙ্ক, বলে। এছাড়াও মানবদেহের বৃক্ক বা কিডনি যেমন নিজ কার্য পালন করে, ঠিক তেমন প্রকার কার্য প্রাকৃতিক উপায়ে পালন করে থাকে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। তাই একে কলকাতার প্রাকৃতিক বৃক্ক' বলা হয়ে থাকে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির জল প্রধানত সূর্যরশ্মি, অক্সিজেন, এবং ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ধীরে ধীরে দূষণ মুক্ত হয়। এই প্রাকৃতিক উপায়ে দূষণ মুক্ত করার প্রক্রিয়াই বাঁচিয়ে রেখেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। তাই সর্বসাকুল্যে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিটির ভূমিকা বা গুরুত্ব অপরিসীম।

• পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অবস্থান এবং আয়তন (Location and Area of East Kolkata Wetland)

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অত্যাশ্চর্য জলাভূমি বিশেষ। এই জলাভূমিটি 20°25′ থেকে 20°95′ উত্তর অক্ষাংশ এবং, 88°20′ থেকে 88°95′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রখ্যাত ইকোলজিস্ট ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ সর্বপ্রথম ঘুরে ঘুরে এটা বের করেন যে কলকাতার সামগ্রিক ময়লা জল কোথায় কোথায় কী কী ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে তাঁর দুই থেকে তিন বছর সময় লেগেছিল। তিনি মোট 32টি মৌজাকে চিহ্নিত করেন। 1985 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রিপোর্টে এই 32টি মৌজা তালিকাভুক্ত করে প্রথম মানচিত্র প্রকাশিত হয়। এই ভিত্তিতেই মোট 32টি মৌজাকে নিয়ে মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। দেখা গেছে, পূর্ব কলকাতার জলাভূমির মোট আয়তন 12,500 হেক্টর বা 125 বর্গ কিমি।

• পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of East Kolkata Wetland)

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খুবই দৃষ্টান্তমূলক। ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমানে লবণ হ্রদ অঞ্চল থেকে পিয়ালী পর্যন্ত বিদ্যাধরী নদীর একটি খাত বজায় ছিল। ব্রিটিশ জামানার প্রাথমিক যুগে সেন্ট্রাল লেক চ্যানেল মারফৎ কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা এই বিদ্যাধরী নদীর খাতের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে বিদ্যাধরী নদীর খাত মজে গেলে কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা সংকটের মুখে পড়ে। এর পরবর্তী সময়ে উইলিয়াম ক্লার্কের পরিকল্পনা অনুসারে কলকাতা শহরের ময়লা জল হুগলি নদীতে না ফেলে বরং 1875 সালে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি করে তাতে ফেলা হয়। 1879 সালের 17 মে শহরের আবর্জনা ব্যবহার করে সবজি চাষ করার জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম ঠিকাদারি চুক্তি সম্পন্ন হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন কমিশনার মি. মেটকাফে, আই-সি-এস, শ্রী ভবনাথ সেনকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তাঁকে 'ধাপা'-র কয়েক বর্গমাইল এলাকা প্রাথমিকভাবে 20 বছরের জন্য লিজ দেন। শ্রী সেন চাষের এই জমিকে তাঁর উদ্ভাবিত এক অভিনব রূপে সাজিয়ে সবজি চাষ করতে শুরু করলেন। 1930 সালে কলকাতা শহরের জলনিকাশি খালের জলে প্রথম মাছ চাষ শুরু হয়। বিদ্যাধরী নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে 1940 সালে কলকাতা শহরের জল নিকাশি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে পূর্ব দিকে কুলটি নদীতে ফেলে ময়লা জল যাওয়ার দিক পরিবর্তন করা হয়। 1962-67 সালে কলকাতার সম্প্রসারণের প্রয়োজনে সল্টলেক পুনর্গঠিত হল, যার ফলে ব্যাপক মাত্রায় জলাভূমির চরিত্র বদলে গেল। 1980 সালে ইস্টার্ন-মেট্রোপলিটন বাইপাশ নির্মিত হল। 1985 সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড 12,500 হেক্টর জমি সমন্বিত পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ও বর্জ্য পরিশোধন অঞ্চলের মানচিত্র প্রকাশ করে। 1986 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'Institute of Wetland Management and Ecological Design' নামক একটি স্বয়ং শাসিত সংস্থা গঠন করে। 1987 সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক একটি প্রথম সারির আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রথম জলাভূমির চরিত্র বদলের *Ecological History* প্রকাশিত হয়। 1990 সালে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি

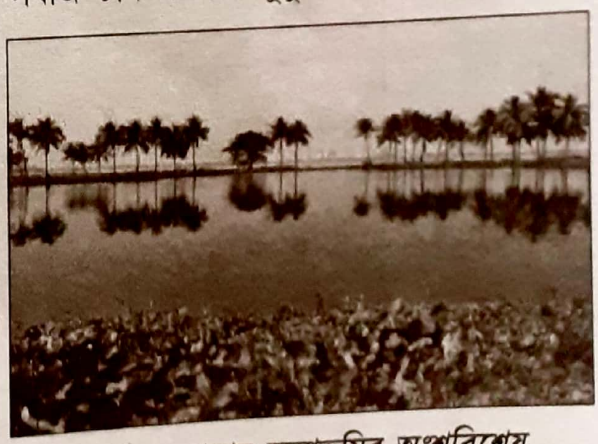

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অংশবিশেষ

Scanned by CamScanner

'Unglobal 500 Loureate award' পেল। 1992 সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশানুসারে রাজ্য সরকার পূর্ব কলকাতা জলাভূমি অঞ্চলটির সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার একটি সংগঠন তৈরি করে 2014 সালে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমিটির সংরক্ষণের একটি রূপরেখা তৈরি করা। 2002 সালে 32টি মৌজাকে নিয়ে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি 'রামসার তালিকায়' অন্তর্ভুক্ত হয়। 2006 সালে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি (সংরক্ষণ ও পরিচালনা) নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যাতে ভূমির ব্যবহার অনুযায়ী ভূমিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। 2010 সালে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তর পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে পরিচালনা করতে গিয়ে জলাভূমিতে বর্জ্য না ফেলার নির্দেশ জারি করেছে।

● পূর্ব কলকাতার জলাভূমি : রামসার এলাকা (East Kolkata Wetland as a Ramsar Site)

1992 সালে কলকাতা হাইকোর্টে যে জাজমেন্ট হয়েছিল সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে রইল; কোনো ভাবেই কোনো প্রকার গুরুত্ব পেল না। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ 1985 সালে পেরুতে আন্তর্জাতিক স্তরে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনা সভার বিশিষ্টজনেরা তাঁকে এই বার্তা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ঘুরে আসতে বলেন। ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'আমি কোথাও যাবো না, বরং আপনারা সবাই আমার কলকাতায় আসুন। নিজেরা চোখে দেখুন। আমি তো ইন্টারপ্রিটার মাত্র।' এই আলোচনা সভার পরবর্তী সময় থেকে বেশ কিছুটা পরিচিতি বাড়ল। অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এই সময় থেকেই রামসার সম্বন্ধে জানতে শুরু করলেন। রামসার ইরানের একটি শহরের নাম। এখানে জলাভূমির পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে 1971 সালে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাই 'রামসার সম্মেলন' নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলির সংরক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গত দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের স্বার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি 'রামসার চুক্তি' নামে পরিচিত। ভারত 1981 সালে এই চুক্তির মধ্যে আসে। এর পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের উদ্যোগে ও দুর্দান্ত চেষ্টায় 2002 সালের 19 আগস্ট পূর্ব কলকাতার জলাভূমি 'রামসার এলাকা' স্বীকৃতি পায়। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় 2200টি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি 'রামসার' তালিকাভুক্ত। ভারতবর্ষের মাত্র 26টি জলাভূমি এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অধিকারী এবং এর মধ্যে অন্যতম হল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির এই 'আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন জলাভূমির' স্বীকৃতি পাওয়াটা যেমন বিরাট কিছু হয়েছে এমনটা নয়, তেমন কিছু যে হয়নি এমন ভাবাটাও ঠিক নয়।

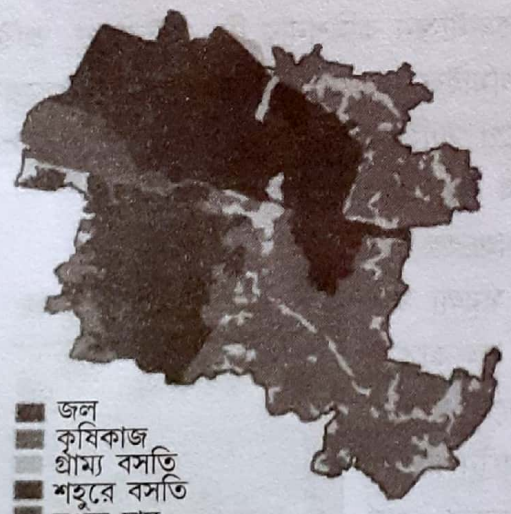

Land Use	Ares
জলাশয়	(45.93%)
কৃষিজমি	(38.92%)
আবর্জনা সঞ্চয় অঞ্চল	(4.73%)
শহুরে বসতি অঞ্চল	(0.73%) (9.69%)
মোট	12500.00 ha

পূর্ব কলকাতা জলাভূমির ভূমি ব্যবহার (2018)

● পূর্ব কলকাতার জলাভূমির জীববৈচিত্র্য (Biodiversity of East Kolkata Wetland)

জীববৈচিত্র্যগত দিক থেকে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হল পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল জীবভাণ্ডার। এই জলাভূমির জলে যেমন বিভিন্ন ধরনের মাছ রয়েছে; তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাখি। বিশেষত

Scanned by CamScanner

পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি অঞ্চলে শীতে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। এই জলাভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও পাখি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, কীট পতঙ্গ, সাপ, প্রজাপতি, ফড়িং-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 1964 থেকে 1969 সালের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে Zoological Survey of India সন্ধান পায় যে এই জলাভূমি অঞ্চলে মোট 248 ধরনের পাখি বর্তমান; যার মধ্যে 90 প্রজাতির পাখি হল জলের পাখি। যদিও আবার জলের পাখিগুলির 50 শতাংশ পরিযায়ী। 1978 থেকে 1983 সালের মধ্যে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে দেখা গিয়েছিল রেড উইংগ বুশ লার্ক, বুশ লার্কের পাখি। এই জলাভূমি অঞ্চলে 1984 থেকে 1997 সালের মধ্যে দেখা গিয়েছিল ব্ল্যাক টেইলড্ গডউইট, রিচার্ডস পিপিড, রিংড প্লোভর প্রভৃতি পাখি। এছাড়াও এই জলাভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মাছের মধ্যে তেলাপিয়া, পাঙ্গুস, মৃগেল, চারাপোনা, সিলভার কার্প, ট্যাংরা, গ্রাস কার্প, চিংড়ি, কাতলা, রুই প্রভৃতি চাষ করা হয়। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ভেড়ির জলে অসংখ্য শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির ন্যায় জলজ প্রাণী বসবাস করে। বর্তমানে সিন্ডিকেটরাজ, প্রোমোটাররাজ এবং মাফিয়ারাজের নানান অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের প্রভাব পড়ছে এই জলাভূমির সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর।

• পূর্ব কলকাতার জলাভূমির গুরুত্ব (Importance of East Kolkata Wetland)

আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন পূর্ব কলকাতার জলাভূমিটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এই জলাভূমিটির ভূমিকা অতুলনীয়। নিম্নে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির গুরুত্বগুলি আলোচিত হল—

(1) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিমজ্জনক্ষেত্র রূপে নির্বাচিত হয়। এই জলাভূমি কার্বনের এক বিরাট আধার রূপে কাজ করে থাকে।

(2) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বায়ুর গুণগত মানের উন্নতির সাপেক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(3) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষ আঙ্গিকে শহরের একটি সুস্থিতিশীল প্রান্তবর্তী অঞ্চল গঠনে সাহায্য করে।

(4) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে ধান উৎপাদনে সাহায্য করে। জলাভূমি অঞ্চলে মৎস্যক্ষেত্র থেকে নির্গত জলের দ্বারা ধান উৎপাদন ক্ষেত্রে ধান উৎপাদিত হয়।

(5) ধান ছাড়াও বিভিন্ন শাকসবজি, পদ্ম, শালুক ও অন্যান্য ফুল, পানিফল, নানান রকমের ভেষজ উদ্ভিদ প্রভৃতির চাষেও এই জলাভূমিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(6) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট প্রজাতির মাছের জোগান দিয়ে থাকে। এই জলাভূমি অঞ্চলের যে সব মৎস্যক্ষেত্রে বর্জ্যজল ব্যবহৃত হয়; সেইখানে উৎপাদিত মৎস্য কলকাতা শহরের দৈনিক প্রয়োজনের 1/3 অংশ পূরণ করে।

(7) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বহু কলকারখানার প্রয়োজনীয় জলের উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে।

(8) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে থাকে।

(9) বহুল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির 'প্রাকৃতিক আবাসস্থল' হিসাবে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে এই জলাভূমি।

(10) পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বহুল প্রজাতির অনুজীবের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। এই অনুজীবগুলি কেবলমাত্র বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে নয়; বাণিজ্যিক দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(11) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে বর্জ্যপদার্থ ও বর্জ্য জলের পরিশোধন করে থাকে।

(12) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে আবর্জনার সঞ্চয় ভাণ্ডার রূপে কাজ করে থাকে।

(13) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি স্বল্প মাত্রায় জলবায়ুগত অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

(14) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করে।

Scanned by CamScanner

● পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বর্তমান অবস্থা (Present Status of East Kolkata Wetland)

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বর্তমান অবস্থা খুবই হতশ্রী প্রকৃতির। নানান প্রকার মনুষ্যসৃষ্ট অদূরদর্শী কার্যকলাপ পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ওপর সুসংঘটিত হওয়ার ফলে তার স্বাভাবিক চরিত্র ও গুণাবলি ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বর্তমান অবস্থা নিম্নে আলোচিত হল—

(1) বৃহদায়তন যুক্ত ধারণ অববাহিকা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে জলপ্রবাহ বর্তমানে কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক সৃষ্ট বর্জ্য জলের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

(2) বর্তমান সময়ে স্বাদু জলের প্রবাহ যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় এবং লবণাক্ত জলের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলে পলিসঞ্চয়ের পরিমাণ দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে।

(3) মানুষের বিভিন্ন অদূরদর্শী কার্যকলাপের ফলে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আয়তন বর্তমানে ক্রমসংকুচিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রোমোটাররাজের খপ্পরে পড়ে জলাভূমির ক্রমভরাটপ্রাপ্তি ঘটছে ও জলাভূমির আয়তন হ্রাস পাচ্ছে।

(4) বর্তমানে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকার ভূমির ব্যবহারের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

(5) বর্তমানে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অপর্যাপ্ত জলপ্রবাহ রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত।

(6) পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বর্তমানে নানান প্রকার প্রযুক্তিগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

(7) পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বর্জ্য জল সমৃদ্ধ ক্ষেত্রগুলি যথেষ্ট মাত্রায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

(8) পূর্ব কলকাতার জলাভূমির সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য বর্তমানে গভীর সংকটের সম্মুখীন। বহুল জীববৈচিত্র্য ধ্বংসও হয়েছে মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে। এই অংশে জীববৈচিত্র্যের মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে বর্তমানে।

(9) বর্তমানে এই জলাভূমি অঞ্চলে জলাভূমি ভরাট করে বিল্ডিং তৈরির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধি ও শিল্প কলকারখানা তৈরি হচ্ছে।

(10) পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বর্তমানে বর্জ্য পদার্থের পরিশোধনের মাত্রা যথেষ্ট হারে হ্রাস পেয়েছে।

(11) বর্তমানে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল যথেষ্ট মাত্রায় বিধ্বস্ত হচ্ছে।

(12) পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বর্তমানে পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত ব্যাপক হতশ্রী অবস্থার পরিস্থিতি লক্ষণীয় হচ্ছে।

(13) বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বর্তমানে ব্যাপক মাত্রায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

● পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ব্যবস্থাপনা (Management of East Kolkata Wetland)

বর্তমানে বহুল সমস্যার জন্য পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে পরিকল্পনার আওতায় আনতে বাধ্য হয়েছে পরিকল্পনাকারীগণ। পরিকল্পনাগুলিকে অনুসরণ করে আজ বর্তমানে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে ব্যবস্থাপনার গণ্ডির মধ্যে আনা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনাই বর্তমানে দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পালন করা হয়। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রথমটি একক দৃষ্টিসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয়টি হল সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। একক দৃষ্টিসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (Individualistic or, Reductionist Management)-তে পূর্ব কলকাতার কোনো একটি বিশেষ অংশের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। এই অংশের সঙ্গে পূর্ব কলকাতার অন্যান্য পরিবেশীয় অংশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয় না আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। আবার, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic Management)-তে পূর্ব কলকাতার যে কোনো অংশের সঙ্গে বাকী সকল সংযুক্ত পরিবেশীয় অংশের যথার্থ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় বর্তমানে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে এককসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বহুল প্রচলিত আছে ব্যবস্থাপনার পরিসরে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলের ব্যবস্থাপনার মূল উপকরণগুলি হল সম্পদের

Scanned by CamScanner

স্থিতিশীল উন্নয়ন, বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ, পরিবেশীয় ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা, জনসচেতনতা প্রভৃতি। পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে যথাযথ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হলে যে সমস্ত কৌশলগুলি অবলম্বন করা উচিত তা নিম্নে আলোচিত হল—

1. পূর্ব কলকাতার জলাভূমির একক কোনো বিষয়ের সাথে অন্যান্য সংযুক্ত সকল পরিবেশীয় বিষয়গুলিকে একত্রে সম্পর্কমূলক বিশ্লেষণ করতে হবে।
2. পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলটিকে মূল ও প্রান্তবর্তী অঞ্চলে ভাগ করে নানান কৌশলগুলি প্রয়োগ করতে হবে।
3. পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলে যথার্থ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশীয় সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্রম পর্যায়ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
4. পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বিপন্ন প্রজাতিগুলির বাসভূমির রক্ষার্থে বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
5. পূর্ব কলকাতার জলাভূমিগুলিকে স্বাদুজলের প্রবাহ ও উপকূলীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
6. পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আশেপাশের শিল্পকেন্দ্র থেকে আগত বর্জ্য জলের নির্গমনকে যথেষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
7. পূর্ব কলকাতার জলাভূমির সম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে।
8. EKWMA (East Kolkata Wetland Management Authority)-কে প্রশাসনিক ও আইনি সহযোগিতার মাধ্যমে আরও দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে।
9. ইকোট্যুরিজম ধারণা ও কর্মপরিচালনার ক্রম উন্নতি সাধন করতে হবে।
10. প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সামগ্রিক অবস্থার যথেষ্ট বিকাশসাধন করতে হবে।

Scanned by CamScanner